দামুড়হুদার হাউলীতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে ইউনিয়নের জয়রামপুর রেলস্টেশন-সংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

জানা গেছে, দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬-এর অংশ হিসেবে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে অংশ নেন উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি, বিএনপির নেতাকর্মী ও গ্রাম পুলিশ সদস্যরা।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, সংরক্ষিত নারী সদস্য রওশন আরা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গ্রাম পুলিশ সদস্যরা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন বলেন, “সরকারের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে প্রতি শনিবার ক্লিন ডে পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলার সব ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে যথাযথভাবে এ কার্যক্রম পালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কেউ এ নির্দেশনা পালন না করলে তাকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে।”

আলমডাঙ্গায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে

র্যালি, দৃশ্যমান হয়নি পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আলমডাঙ্গায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের লক্ষ্যে র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে কর্মসূচির অংশ হিসেবে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের কথা থাকলেও তার দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ উঠেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা জমে থাকা পানি অপসারণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বার্তা প্রচার করেন।

তবে কর্মসূচিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাস্তবে এ-সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম লক্ষ করা যায়নি। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মৌখিকভাবে বিভিন্ন নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা হলেও তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি বলে উপস্থিত অনেকেই মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তারসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

অনেকের মতে, র্যালি শেষে পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী, হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হলে কর্মসূচিটি আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতো।